Share on :

ভ্রমণ

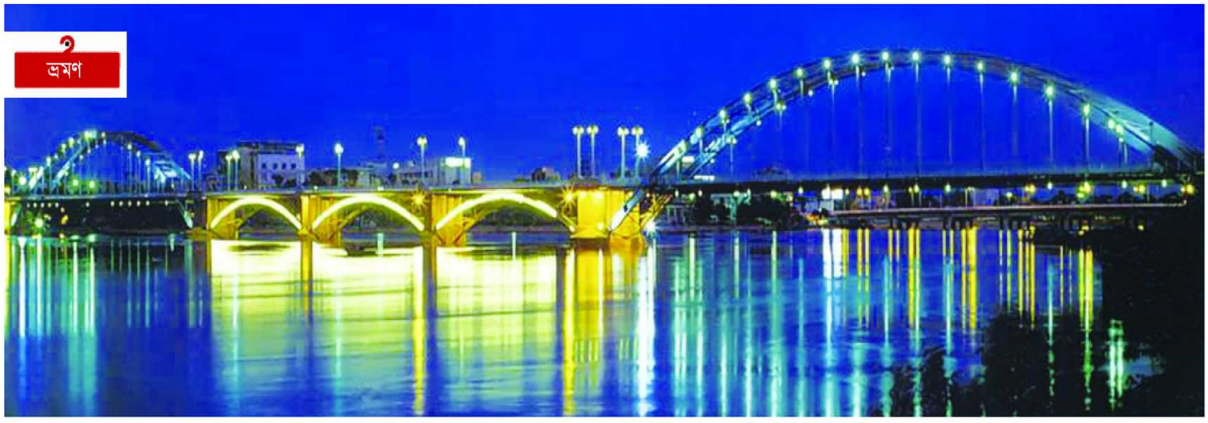

অপরূপ ইরান

প্রাচ্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ইরান। শত শত বছরের কীর্তি নিয়ে গর্বিত ইরান ঘুরে এসে বিস্তারিত জানিয়েছেন নওয়াবজাদা আলী আব্বাস উদ্দৌলা

ইমাম খোমেনি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রাজধানী তেহরানে প্রবেশের সময় বিমানবন্দরে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার প্রথমেই বলেন, 'সালাম'। সালাম জানিয়ে ফার্সি ভাষায় বলেন, 'সুমা মেহমানে মাহাস্তিদ দার ইরান খোশ আমদেদ' [আপনি আমাদের অতিথি, আপনাকে ইরানে সু-স্বাগতম]। ইরান ভ্রমণে আমার সঙ্গী ছিলেন এসজি মোস্তফা, মুনমুন, ইমু মাসুম, সিগমা, ফাতমি, আলিশানসহ অনেকে।

আমাদের ভ্রমণকালে ইরান সম্পর্কে জানতে পারি সে দেশের জনসংখ্যা সাত কোটি ষাট লাখের কিছু বেশি। জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ মুসলিম, ২০ শতাংশ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ইরান সরকার সবাইকে নিজ নিজ ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা দেয় না এবং সব জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পালনের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে।

ইরানে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি অর্থাৎ ৫০ শতাংশের অধিক মহিলা রয়েছেন এবং অর্ধেকের চেয়ে কিছু কম পুরুষ। এখানকার নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি বিভিন্ন মিল-কারখানা, অফিস, আদালত, রেস্তোরাঁ ও বিপণিবিতানগুলোতে কর্মরত রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ার কারণে ইরানে নারীদের পর্দা পরা বাধ্যতামূলক, তবে পর্দার কারণে তাদের কর্মক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হয় না। ভিন্নধর্মী যারা ইরানে বাস করছেন তাদেরকে শান্তিমূলক কোনো কাজেই বাধা সৃষ্টি করে না ইরান কর্তৃপক্ষ।

ইরানে ধর্মীয় অনুভূতির কিছু উদাহরণ তুলে ধরতে চাই। যেহেতু ইতিহাসের পাতায় মহানবী (সা.)-এর জন্মদিবসের তারিখ সম্পর্কে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। এ মতগুলো ইসলামের বিভিন্ন মাজহাবের মাঝে যাতে ভেদাভেদ সৃষ্টি না করে, তাই এ তারিখগুলোর সমন্বয়ে একটি সপ্তাহ গড়ে তুলেছে ইরান সরকার। যাকে বলা হয় 'ঐক্য সপ্তাহ', যা ইসলামের রবিউল আওয়াল মাসের ১২ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত পালন করা হয় এবং এই সপ্তাহে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিল, সেমিনার, আলোচনা সভা, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা হয়।

ওস্তান অর্থ প্রদেশ। ইরানের গিলান প্রদেশ আমাদের বাংলাদেশের মতো সবুজ ও পাহাড়ি বনাঞ্চল। গিলানে দর্শনীয় স্থানগুলো : Talesh Hand Woven, Masouleh village ইত্যাদি। এগুলোর দেখা মিলবে Northern Iran-এ।

ইরানের দারিয়ায়ে খাজারকে (ক্যাসফিয়ান সি) কেন্দ্র করে অনেক পর্যটক এখানে আসে। এটি আমাদের কক্সবাজারের মতো। এ ছাড়াও বেশ কিছু সামুদ্রিক অঞ্চল রয়েছে। খালিজ ফার্স একটি উল্লেখযোগ্য সামুদ্রিক অঞ্চল। ইউনাইটেড আরব আমিরাতের সঙ্গে এটি সংযুক্ত। সমুদ্র অঞ্চলগুলোতে বন্ধুপ্রিয় 'দলফিন' (ডলফিন)-এর দল নাচানাচি করে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানায়।

কবি বায়েজিদ বোস্তামি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তার মাজার ইরানের শাহরুদ শহরে অবস্থিত।

ইরানের খোমেইন একটি ছোট্ট শহর। যার নামকরণ করা হয়েছে তাদের জাতীয় নেতা ইমাম খোমেনির স্মরণে। তার সম্পূর্ণ নাম সৈয়দ রুহুল্লায়ে মুস্তাফাভি। ইমাম খোমেনির পূর্বপুরুষরা ইন্ডিয়ান। খোমেনির দাদা ইন্ডিয়ার কাশ্মীর থেকে ইরানে আসেন। খোমেনি জন্মগ্রহণ করেন খোমেইন শহরে, তার পিতাও একই শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

'সিরাজ' ইরানের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রদেশ। এই সেই সিরাজ প্রদেশ, যেখানে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দী খান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 'সিরাজ' আলিবর্দী খানের মাতৃভূমি। পারস্যের এই প্রদেশ থেকে আলিবর্দী খানের ভারতবর্ষে আগমন ঘটে। ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে আনুমানিক ৭০০ কিমি. দূরে অবস্থান করছে 'সিরাজ'। সিরাজ খুবই সুন্দর একটি প্রদেশ। সেখানকার গাছপালা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উদারমনে স্বাগতম জানাচ্ছে সবাইকে। সিরাজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আগত পর্যটকদের আকৃষ্ট করে এবং মনের

গভীরে স্থান করে নেয়। আমাদের সাহিত্য পুস্তকে যেসব কবির নাম শীর্ষে দেখতে পাই তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শেখ সাদি এবং মাওলানা হাফিজ। তাদের স্মৃতিসৌধ ইরানের সিরাজ প্রদেশে রয়েছে। এ ছাড়াও সিরাজে বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'পাসার গার্দ'। ১৭৪৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলা ও লুৎফুন্নেসার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয় তৎকালীন দু'বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে। ওই ঐতিহাসিক বিবাহতে পারস্যের সিরাজ শহর থেকে এসেছিলেন বহু নামিদামি ব্যক্তিত্ব। তাদের আমন্ত্রণে বিবাহের অল্প কিছু দিন পর যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলা ও তার স্ত্রী বাংলার নবাব আলিবর্দী খানের জন্মভূমি ও মাতৃভূমি পারস্যের সিরাজ শহর ভ্রমণে এসেছেন। ওই সময়ে যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলা ও বেগম লুৎফুন্নেসাকে সিরাজ শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে গুণিজনরা রাজকীয় সংবর্ধনা দেন।

ইরানের ইয়াজদ (YAZD) শহরে রয়েছে অগ্নিপূজকদের উপাসনালয়, যা বিশ্বের সর্বোচ্চ অগ্নিপূজকদের ধর্মস্থান। এখানে দীর্ঘ কয়েক হাজার বছর ধরে অগ্নিপূজকের মশাল জ্বলমান রয়েছে। সুদীর্ঘ কয়েক হাজার বছর ধরে ওই মশাল খানিকের জন্য হলেও নিভতে দেওয়া হয়নি। ইয়াজদ প্রদেশের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলো : Mirchakhmaq Gateway, Jameh Mosque.

ইরানের নাথানস (Natanz)-এ আছে Sheikh Abdol Samad Monaster. এ শহরে ইরানের পরমাণু চুল্লি স্থাপনার দেখা মেলে।

নাথানসের কারকাস নামক পাহাড়ের পাশে কোন্নে-এ বাজ (বাজ চূড়া)। সেখানে শাহ্ বাদশা আব্বাসের একটি প্রিয় বাজপাখি ছিল। একদিন হঠাৎ সে পাখিটি বাদশার পানীয়কে বাদশার হাত থেকে ফেলে দেয়। এই কারণে বাদশা রাগান্বিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাখিটিকে মেরে ফেলেন। কিন্তু পরবর্তী সময় বাদশা জানতে পারেন যে, সেই পানীয়তে সাপ তার বিষ ফেলেছিল। বাদশা তখন দুঃখী হন এবং সেই চূড়ায় প্রিয় বাজপাখিকে কবর দেন। ইরানে বসন্তকালে নাথানসের পর্বত চূড়াগুলোতে বরফের সাদা আবরণ দেখা যায়, তুষারপাতের কারণে। এ ছাড়া নাথানসে আরও দেখতে পাই ইমাম জায়নুল আবেদিনের নাতির মাজার। এ মাজার নাথানসের পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একটি বৃত্তাকারের মাঝে অবস্থিত।

আমাদের দেশের পালিত কিছু কিছু উৎসবের সঙ্গে পারস্যের উৎসবের মিল রয়েছে। বিশেষ করে ইরানের সুন্নি মুসলমানদের পালিত উৎসবগুলোর মিল দেখা যায়। এই পালিত উৎসবগুলোতে ইরান কর্তৃপক্ষের কোনো প্রকার নিষেধ নেই। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মতবাদের লোকেরা নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করে। এ ক্ষেত্রে সেখানে স্বাধীনতা রয়েছে।

www.shabplus.yolasipe.com
shab_01912815940@yahoo.com

Share on :
close